12

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কম্পিউটার মেলা '৯৮

গতকাল (বৃহস্পতিবার) শেরেবাংলানগর আইডিবি ভবনে শুরু হইয়াছে আন্তর্জাতিক কম্পিউটার মেলা '৯৮। মেলার আয়োজন করিয়াছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)। মেলা চলিবে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল দশটা হইতে রাত আটটা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলিবে। দেশী-বিদেশী ১৫১টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নিতেছে। এই ১৫১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে কম্পিউটার হার্ডওয়ারে ৭৭টি, সফট্ওয়ারে ৩৭টি, টেনিংয়ে ১৮টি, আইএসপি ৭টি এবং প্রকাশনায় ১২টি প্রতিষ্ঠান। যতদূর জানা গিয়াছে, আন্তর্জাতিক চারটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি মেলায় অংশ নিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান চারটি হইলঃ ইনটেল, অ্যাপেল, সিঙ্গাপুরের গোল্ড ক্রিস্ট এবং কোয়ান্টাম। ইহাছাড়া ৪০টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান তাহাদের এদেশীয় পার্টনারদের মাধ্যমে মেলায় স্টল দিয়া বসিয়াছে।

বলা হইতেছে যে, চলতি কম্পিউটার মেলা হইতেছে এই যাবৎ দেশে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ কম্পিউটার মেলা। আয়োজকরা চেষ্টা করিতেছেন এই মেলাকে সার্বিকভাবে একটি আন্তর্জাতিক মেলায় পরিণত করিতে। আমরা আশা করি, আয়োজকদের প্রচেষ্টা সফল হইবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এই ধরনের মেলার আয়োজন শুরু করিয়াছে খুব বেশীদিন আগে নহে। ১৯৯৩ সালে যখন বিসিএস প্রথম মেলার আয়োজন করে তখন মাত্র ১১টি প্রতিষ্ঠান উহাতে অংশ নিয়াছিল। তখন উক্ত মেলা নিয়া তেমন কোন সাড়াও পড়ে নাই। কিন্তু গত পাঁচ বছরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কম্পিউটার-এ কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ অনেক বাড়িয়াছে, বাড়িয়াছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। ফলে চলতি ৬ষ্ঠ মেলার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বেশ কয়েকগুণ। চলতি মেলা নিয়া মানুষের মধ্যে আগ্রহও পরিলক্ষিত হইতেছে ব্যাপক। সহযোগী একটি দৈনিকের জরিপ অনুসারে মেলায় প্রায় দেড়লক্ষ লোকের সমাগম ঘটিতে পারে। সমিতির সভাপতি মনে করেন মেলায় ১৫ হইতে ২০ কোটি টাকার লেন-দেন হইবে।

এই ধরনের যে কোন মেলা আয়োজনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ, উদ্দীপনা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। আশার কথা, কম্পিউটার ও কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রতি দেশের মানুষের আগ্রহ আগের তুলনায় বাড়িয়াছে এবং তাহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশে ক্রমবর্ধমান হারে কম্পিউটারের ব্যবহার যেমন বাড়িতেছে, তেমনি ইতিমধ্যেই হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ও সৃজনশীল কিছু কর্মী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কর্মী আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তাহাদের কাজের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিতেছে। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে আসিয়াও আমরা কম্পিউটার ব্যবহার ও কম্পিউটার প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়িয়া তোলার দিক দিয়া অনেক অনেক পিছাইয়া আছি। বলা হইতেছে যে, বর্তমান বিশ্বে সফ্টওয়ার ও ডাটা এন্ট্রির প্রায় ৬৫ হাজার কোটি ডলার মূল্যের বাজার রহিয়াছে, এবং দুই হাজার সালের মধ্যে এইখাতে ৬০ হইতে ৬৫ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে। বলাই বাহুল্য, উক্ত বাজার হইতে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করিবার মত এবং উক্ত কর্মসংস্থানের উল্লেখ করার মত অংশ দখল করিবার মত অবস্থায় পৌছানো হইতে আমরা অনেক দূরে অবস্থান করিতেছি। উন্নত বিশ্বের কথা বাদ দিলাম। এইক্ষেত্রে ভারত হইতেও আমরা অনেক যোজন পিছনে পড়িয়া আছি। অথচ এইক্ষেত্রে আমাদের পিছনে পড়িয়া থাকিবার কথা নহে। কারণ, এইক্ষেত্রে মেধাগত অন্তরায় আমাদের নাই, অভাব নাই পর্যাপ্ত শ্রম বিনিয়োগকারীর। তবে অভাব আছে মেধাকে কাজে লাগাইবার যথাযথ সুযোগের এবং শ্রম বিনিয়োগকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ করিয়া গড়িয়া তোলার পর্যাপ্ত উপায়-উদ্যোগের।

বর্তমান সরকার কম্পিউটার ও কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশ সাধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। কম্পিউটারের উপর হইতে ভ্যাটসহ সকল প্রকার শুল্ক ও কর মওকুফ করা হইয়াছে। সফ্টওয়ার রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণদান করার সিদ্ধান্তও সরকার নিয়াছে। কম্পিউটারের উপর হইতে শুল্ক ও কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করায় দেশে কম্পিউটারের দাম অনেক কমিয়াছে। কিন্তু এখনও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অনেকেরই ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে রহিয়া গিয়াছে কম্পিউটার। অনেকের মতে, এইক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অত্যন্ত সহজ শর্তে কম্পিউটার কেনার জন্য ঋণ দিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। অন্যদিকে সফটওয়ার রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সর্বমহলে প্রশংসিত হইবে ও ঋণদান কার্যক্রমের জন্য যে অংকের তহবিল গঠনের কথা বলা হইয়াছে তাহা অপর্যাপ্ত। তদুপরি এইক্ষেত্রে ঋণ পাইবার জন্য সফ্টওয়ার রপ্তানির কাজে পাঁচ বছরের পূর্ব অভিজ্ঞতা যে শর্ত নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহা নূতন রপ্তানিকারক সৃষ্টির সহায়ক যে হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।